অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল

'ইয়েস ম্যাডাম!'

হিলাল ফয়েজী

মাত্র দুটি শব্দ। 'ইয়েস ম্যাডাম!' মহাআকাঙ্ক্ষিত একটি বাক্য। এই একটি বাক্যই বুঝি আজ আমাদের বাংলার ভাগ্যাকাশকে গুরু গুরু ডম্বর পুনঃঢেকে দিল। ঈশান কোণে নয়, আকাশের সব কোণেই এখন মেঘের সাজসাজ সাঁজোয়া। ঝড়, টর্নেডো বুঝি সব তছনছ করে দেবে!

ম্যাডাম বাহিনী বিংশ শতাব্দীর ১৯৫৪ এবং ১৯৭০ থেকে অমোঘ শিক্ষা নিয়েছেন। এ দুটি সালেই ইতিহাসের প্লিহা চমকে দেওয়া নির্বাচনী ফলাফ বাহিনীর হিসাব গড়বড় হয়ে গিয়েছিল। ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসের নির্বাচন যদি মোটামুটি স্বাভাবিকও হয়, তাহলে ফলাফল কী হবে সেটা অ জরিপের প্রয়োজন নেই। নির্মোহ যে কেউ ঘণ্টাখানেক এ দেশে জনবহুল যে কোনো রাস্তায় পায়চারি করে আসুন। দেখবেন, জোট ভ্রাতা-ভাগনীদের ' মানুষের শাসন' দেশে কেমন 'কেয়ামত' ঘটিয়ে দিয়েছে। ম্যাডাম বাহিনীও এ খবর ভালো করেই জানেন। সুতরাং আর যা-ই হোক ২০০৭ সালে 'স নির্বাচন হতে দেওয়া যাবে না।

সুতরাং ২৮ অক্টোবর ২০০৬-এ ম্যাডাম ক্ষমতা ছাড়েননি। বঙ্গভবনে একজন 'ইয়েসউদ্দিন' বসিয়ে রেখেছেন বছর কয়েক ধরে। সেই উদ্দিনের ম মহারানীর হাতে এখন সব ক্ষমতা! 'নো' বলার ক্ষমতা তার নেই। 'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড', তাই বলে সব শিক্ষকেরই যে 'মেরুদণ্ড' থাকতে হবে এমন তদুপরি যিনি জীবনে একজন 'রাষ্ট্রদূত' হতে পারাটাকে চরম মোক্ষ হিসেবে তদবির করে যাচ্ছিলেন আকাশ-বাতাস ভবনে, হঠাৎ তিনি দেখতে পেলে দ্যান, ছাপ্পড় ফাইড়া দ্যান'। বাংলাদেশ গগনে তিনি হঠাৎ 'মহামান্য' রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেওয়ার আগে ম্যাডাম বাহিনীর জহুরিবৃন্দ বিশেষত পরখ অধ্যাপক মহোদয়ের এনাটমিতে 'মেরুদণ্ড' নামক অঙ্গটির উপস্থিতি রয়েছে কি-না!

জহুরিবৃন্দ নিশ্চিত হয়ে সনদ দিয়েছেন। বঙ্গভবন সেই থেকে কার্যত একটি 'অমেরুদণ্ডী' বৈশিষ্ট্যে পরিণত হলো। রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটিকে 'ঠুঁটো জগন্নাথ' এবং 'ফুটো বদ্যিনাথ'-এ পরিণত করা হলো।

এদিকে নির্বাচন কমিশন প্রধান হিসেবে এমন একটি 'বিশেষ দ্রব্য' আমদানি করা হলো, যার তুলনা মানব ইতিহাসও নেই। এমন ব্যক্তি সরবরাহ সুপারিশ করেছিলেন বলে জানি, সেই ব্যারি-নক্ষত্রকে আসলেই নোবেল-অস্কার-ম্যাগছাইভস্ম অর্থাৎ পৃথিবীর তাবৎ পদক একযোগে দেওয়া দরক কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি। বোধ করি ভদ্রলোককে নিযুক্ত করার আগে বিশেষ ইঞ্জেকশনে ওনার শরীর থেকে 'হায়া' নামক পদার্থটিকে হয়েছিল। এমনকি ১৯৯০ সালের 'বিশ্ববেহায়া' ব্র্যান্ডওয়ালা ব্যক্তিটিও ২০০৬ সালের শেষভাগের আলোচ্য ব্যক্তিটিকে দেখে বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকে স্বগতোক্তি করেছেন। এই তিনিও 'ইয়েস ম্যাডাম' বলতে অজ্ঞান। নির্বাচন কমিশন নামক সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটিকে এভাবেই বিপজ্জনক ব্যাধি 'এইড পরিণত হওয়ার ভাইরাস হিসেবে ভাইজানকে সরবরাহ করা হলো। জনগণ তাকে এখন 'কাইজ্জা' বাধানোর 'আইজ্জা' হিসেবেই জানেন। জনগণে এখন বাইত যা'। তিনি গ্রামের বাড়ি তো দূরের কথা, শহরে নিজস্ব বাড়ি থাকলে সেখানেও যেতে তাগাদা অনুভব করছেন। তিনি এখন 'গীতা-গী 'নির্বাচন-নির্বাচন-নির্বাচন' জপ করছেন, যেন রবীন্দ্রনাথের কথা ঘুরিয়ে বলা যায়- 'যে করেই হোক নির্বাচন চাই'।

ম্যাডাম বলেছেন, মহামান্য রাষ্ট্রপতি যে সিদ্ধান্ত নেন তা মানতে হবে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি যে নিজেকেই নিজে উপদেশ দেবেন, এমন অদ্ভুত কাণ্ড ঘা জানতেন শুধু ম্যাডাম। বিচারপতি হাসান বেশকিছু ব্যক্তির রক্ত ঝরিয়ে পরিকল্পিতভাবে ঠিক এমন সময়ই 'বিব্রত' হলেন, যেন বঙ্গভবন থেকে সং ঘটানো সম্ভব হয়। কার্যত বিচারপতি হাসানও 'বিব্রত' হতে গিয়েও 'ইয়েস ম্যাডাম', 'ইয়েস ম্যাডাম' করে স্বীয় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে গেছেন মহাকা প্রান্তরে।

ম্যাডাম নামের 'একালের মহারানী' বলেছেন, অনতিবিলম্বে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হোক। অমনি বাংলাদেশের রাজধানীর শেরেবাংলা নগ প্রান্তরে দিলখুশ করা 'ইয়েস ম্যাডাম', 'ইয়েস ম্যাডাম' জপ ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে থাকল। প্রধান নির্বাচন কমিশনার গেলেন মহামান্য রাষ্ট্রপতির দরব সিদ্ধান্তে সিলমোহর মেরে দিল মহামান্য।

তবে ম্যাডাম-মহারানী কিঞ্চিৎ গলার কাঁটা অনুভব করছেন একে শূন্য দশ অর্থাৎ দশজন উপদেষ্টাকেই। ওহে 'শূন্যগর্ভ' মিস্টার এবং মিসেসবৃন্দ, আপ কাজ নয়ে শূন্য নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন পর্ব 'সাক্ষীগোপাল'-এর মতো দেখে যাওয়া, কথা বলা নয়। স্বীয় মন্ত্রণালয়ের দফতরে সচিবদের অঙ্গুলি প্রধান রোবট অর্থাৎ প্রধান উপদেষ্টার অধীনে দশ রোবট হিসেবে চলবেন। তা নয়, শুধু কথা বলেন। এত কথা বলেন কেন। শুধু কথা। কাজ নেই। যা করেন।

বস্তুত 'ইয়েস ম্যাডাম' মহারানীর দেশে যে বেশ কয়েকজন এমন স্পষ্টবাদী বিবেক-বিবেচনাপূর্ণ উপদেষ্টা এভাবে বাকমুখর হয়ে উঠবেন, একটি প্রকৃত শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে দায়িত্ব পালনে ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর রাখবেন, মহারানী তা ভাবতেই পারেননি। এমনকি মহারানীর মৌলিক ক্ষমতাস্থলও যে আগের ম অবস্থায় নেই, সেটাও বোধকরি আঁচ করতে পারেননি।

মহারানী এখন তার বাহিনীর মহাভাণ্ডার বাঁচাতে বেপরোয়া। চারদিকে খুঁজছেন শুধু 'ইয়েস ম্যাডাম'ওয়ালা অমেরুদণ্ডী আমলা-বুদ্ধিজীবী-রাজনীতিক যেভাবে চাইবেন, পৃথিবী সেভাবেই সূর্যের বদলে কুপি ওনার চারপাশেই পরিভ্রমণ করবে। বিজ্ঞানী গ্যালিলিও এ দেশে এখন জন্মালে তার আবিষ্কার

চাইতেন বুঝিবা আমাদের ভয়ানক মহারানী!
হলেখক : রম্য লেখক

Print

Editor: *Abed Khan*
Published By: A.K. Azad, 136, Tejgaon Industrial Area, Dhaka - 1208,
Phone: **8802-9889821** *,8802-988705, 9861457, 9861408, 8853926 Fax: 8802-8855981, 8853574,*
E-mail: info@shamokalbd.com
If you feel any problem please contact us at: webinfo@shamokalbd.com
Powered By: NavanaSoft